নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী পুষ্প কমল দহাল 'প্রচণ্ড'র ভারত সফর

02রা জুন, 2023

ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রী পুষ্প কমল দাহাল 'প্রচণ্ড' ৩১শে মে থেকে ৩রা জুন ২০২৩ পর্যন্ত ভারত সফর করেন।

২. চলতি মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটাই প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ডের প্রথম দ্বিপাক্ষিক ভারত সফর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী নারায়ণ প্রকাশ সৌদ, অর্থমন্ত্রী ড. প্রকাশ শরণ মাহাত, জ্বালানি, পানিসম্পদ ও সেচমন্ত্রী শক্তি বাহাদুর বাসনেত, ভৌত অবকাঠামো ও পরিবহন মন্ত্রী প্রকাশ জওয়ালা, শিল্প, বাণিজ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী রমেশ রিজাল এই সফরে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে রয়েছেন।

৩. উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী ঐতিহ্যগত উষ্ণতা ও আন্তরিকতার দ্বারা চিহ্নিত বিস্তৃত দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করেন। বৈঠকে উভয় দেশের নেতাই ভারত ও নেপালের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বাণিজ্য, জ্বালানি, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতার সমস্ত দিক পর্যালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু এবং ভারতের মাননীয় উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনকরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী অজিত দোভাল দিল্লিতে অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৪. দুই প্রধানমন্ত্রী কোভিড-১৯ মহামারী পরবর্তী পরিস্থিতিসহ দু'দেশের মধ্যে চমৎকার সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। দু'দেশের মধ্যে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বের কথা তুলে ধরে তাঁরা সংশোধিত ট্রানজিট চুক্তি স্বাক্ষরকে স্বাগত জানান, যা ভারতের অভ্যন্তরীণ জলপথে প্রবেশাধিকার প্রদান করে।

৫. ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা সম্পর্কিত যৌথ ভিশন স্টেটমেন্টের কথা স্মরণ করে দুই প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতার অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন, যার মধ্যে রয়েছে উৎপাদন প্রকল্প, বিদ্যুৎ সঞ্চালন, অবকাঠামো এবং বিদ্যুৎ বাণিজ্যের উন্নয়ন। উভয় প্রধানমন্ত্রী নেপাল থেকে ভারতে ৪৫২ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ রফতানি বৃদ্ধি এবং নেপালে ৯০০ মেগাওয়াট অরুণ-৩ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের অগ্রগতির প্রশংসা করেন।

৬. উভয় পক্ষই দীর্ঘমেয়াদী বিদ্যুৎ বাণিজ্যের জন্য একটি চুক্তি চূড়ান্ত করেছে, যেখানে নেপাল থেকে ভারতে বিদ্যুৎ রফতানির পরিমাণ দশ বছরের মধ্যে ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার চেষ্টা করতে সম্মত হয়েছেন এবং এই লক্ষ্যে নেপালের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন খাত এবং সঞ্চালন অবকাঠামোতে পারস্পরিক লাভজনক বিনিয়োগকে উত্সাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছে।

৭. উভয় দেশের নেতাই যৌথভাবে ৪০০ কেভি গোরক্ষপুর-বুটওয়াল সঞ্চালন লাইনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এনএইচপিসি এবং নেপালের ভিইউসিএল লিমিটেডের মধ্যে ৪৮০ মেগাওয়াট ফুকোট-কার্নালি প্রকল্পের উন্নয়নের জন্য সমঝোতা স্মারক এবং সতলুজ জল

বিদ্যুৎ নিগম (এসজেভিএন) এবং নেপালের বিনিয়োগ বোর্ডের (আইবিএন) মধ্যে ৬৬৯ মেগাওয়াট লোয়ার অরুণের উন্নয়নের জন্য প্রকল্প উন্নয়ন চুক্তি স্বাক্ষরকে উভয় পক্ষই স্বাগত জানায়।

৮.৪০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ রফতানির মাধ্যমে ভারতীয় গ্রিডের মাধ্যমে নেপাল থেকে বাংলাদেশে প্রথম ত্রিপক্ষীয় বিদ্যুৎ লেনদেনের সুবিধার্থে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে নেপাল। উভয় পক্ষই জ্বালানি খাত সহ বৃহত্তর উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রতি তাদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে, যা সমস্ত স্টেকহোল্ডারদের পারস্পরিক সুবিধার জন্য অর্থনীতির মধ্যে আন্তঃসংযোগ বাড়িয়ে তুলবে।

৯. মহাকালী চুক্তিতে পরিকল্পিত পঞ্চেশ্বর বহুমুখী প্রকল্প (পিএমপি) নেপাল ও ভারতের জনগণের আকাঙ্ক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই প্রেক্ষাপটে, উভয় সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা তিন মাসের মধ্যে পিএমপির বিশদ প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপিআর) দ্রুত চূড়ান্ত করার জন্য দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ত্বরান্বিত করবেন। পঞ্চেশ্বর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (পিডিএ) চূড়ান্ত ডিপিআর উভয় সরকারের কাছে জমা দেবে। উভয় সরকার এবং তাদের প্রাসঙ্গিক সংস্থাগুলি পিএমপির জন্য অর্থের ব্যবস্থা করতে নেতৃত্ব দেবে। উভয় সরকার কর্তৃক ডিপিআর অনুমোদনের এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়নের পদ্ধতিগুলি শেষ করতে হবে।

১০. উভয় পক্ষই তানকপুর লিংক খাল নির্মাণকে স্বাগত জানায় এবং নেপালের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার প্রস্তুতির উপর ভিত্তি করে পর্যায়ক্রমে এই খালের মাধ্যমে টনকপুর ব্যারেজ থেকে নেপালের সেচ কমান্ড এলাকায় পানি ছেড়ে দেওয়া হবে বলে সম্মত হয়। এ ব্যাপারে দুই পক্ষের টেকনিক্যাল টিম যোগাযোগ রাখবে।

১১. ভারতীয় লাইন অফ ক্রেডিটের আওতায় ভেরি করিডোর, নিজগড়-ইনারুয়া এবং গন্ডক নেপালগঞ্জ ট্রান্সমিশন লাইন এবং সংশ্লিষ্ট সাবস্টেশনগুলিকে ৬৭৯.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে অর্থায়নের ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে উভয় পক্ষই স্বাগত জানায়।

১২. দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী উন্নয়ন অংশীদারিত্বের ইতিবাচক গতির প্রশংসা করেন এবং চলমান প্রধান প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড প্রধানমন্ত্রী মোদীকে আশ্বস্ত করেন যে ভারত সহায়তাপ্রাপ্ত সমস্ত প্রকল্প গুলি সময়সীমার মধ্যে শেষ করার সুবিধার্থে নেপাল সরকারের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

১৩. ভারতীয় অনুদান সহায়তার আওতায় ভারত ও নেপালের মধ্যে নির্মিত ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) তৈরির মাধ্যমে সংযোগকে আরও জোরদার করতে উভয় নেতা রুপাইদিহা (ভারত) এবং নেপালগঞ্জে (নেপাল) আয়না আইসিপি উদ্বোধন করেন। উভয় নেতা সুনৌলি (ভারত) এবং ভৈরহাওয়া (নেপাল) এ আয়না আইসিপিগুলির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সফরকালে ভারতের অনুদান সহায়তায় নেপালের দোধারা চাঁদনীতে আরেকটি আইসিপি নির্মাণের বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই আইসিপিগুলি ভারত ও নেপালের মধ্যে বাণিজ্য, বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সংযোগের পাশাপাশি জনগণের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়ানোর জন্য পরিবহন সুবিধাগুলি উন্নত করতে সহায়তা করবে।

১৪. রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি বড় উদ্যোগ হিসেবে, উভয় নেতা ভারতীয় অনুদান সহায়তায় নির্মিত যোগবানি-বিরাটনগর রেল সংযোগে বাথনাহা (ভারত) এবং নেপাল কাস্টমস ইয়ার্ড (নেপাল) এর মধ্যে আন্তঃসীমান্ত মালবাহী রেল চলাচলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এর ফলে নেপালের পূর্ব দিকের একটি প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র বিরাটনগরের মাধ্যমে উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সংযোগ আরও বৃদ্ধি পাবে। গত বছরের এপ্রিলে শুরু হওয়া জয়নগর-কুর্থা প্যাসেঞ্জার রেল পরিষেবাকে আরও প্রসারিত করে কুর্থা-বিজলপুরা রেল বিভাগটি নেপাল সরকারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল যা এখন শীঘ্রই চালু হওয়ার কথা রয়েছে।

১৫. সফরকালে রক্সৌল-কাঠমান্ডু রেল সংযোগের চূড়ান্ত অবস্থান জরিপ প্রতিবেদনও নেপালের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ভারত সরকার ভারতীয় রেল ইনস্টিটিউটগুলিতে নেপালি রেল কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জয়নগর-কুর্থা রেল সেকশনের জন্য রেল অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এককালীন অনুদানের বিধানের জন্য নেপাল সরকারের অনুরোধে সম্মত হয়েছে, যা গত বছরের এপ্রিলে ভারত ও নেপালের প্রধানমন্ত্রীরা উদ্বোধন করেছিলেন।

১৬. জ্বালানি সংযোগের বিষয়ে উভয় নেতাই ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরমাসে উদ্বোধন হওয়া মতিহারি-আমলেখগঞ্জ পেট্রোলিয়াম পাইপলাইনের সুফল নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই সহযোগিতা আরও জোরদার করতে উভয় নেতা চিতওয়ানে মতিহারি-আমলেখগঞ্জ পাইপলাইনের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। শিলিগুড়ি ও ঝাপার মধ্যে নতুন পাইপলাইন স্থাপনের মাধ্যমে পেট্রোলিয়াম সরবরাহ অবকাঠামো নির্মাণ, আমলেখগঞ্জ থেকে চিতওয়ান পর্যন্ত বিদ্যমান তেল পাইপলাইন সম্প্রসারণের পাশাপাশি চিতওয়ান ও ঝাপাতে দুটি গ্রিনফিল্ড টার্মিনাল নির্মাণের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।

১৭. উভয় পক্ষই দুই দেশের মধ্যে ডিজিটাল আর্থিক সংযোগ আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আন্তঃসীমান্ত ডিজিটাল পেমেন্টের সুবিধার্থে এনপিসিআইএল ইন্ডিয়া এবং নেপালের এনসিএইচএল-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক বিনিময় করা হয়।

১৮. ভারত থেকে নেপালে ইউরিয়া ও ডিএপি সরবরাহের বিষয়ে গত বছরের ফেব্রুয়ারিমাসে যে সমঝোতা হয়েছিল, তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেন উভয় প্রধানমন্ত্রী। এই সহযোগিতাকে আরও জোরদার করে উভয় নেতা নেপাল ও ভারতীয় কৃষকদের সারের চাহিদা মেটাতে এবং উভয় দেশের বাজারের পর্যাপ্ত নিশ্চয়তার জন্য নেপাল ও ভারতের সরকারী ও বেসরকারী খাতের সংস্থাগুলির অংশগ্রহণে নেপালে একটি সার প্ল্যান্ট স্থাপনে সম্মত হন। দুই প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের প্ল্যান্টের কার্যকারিতা খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন।

১৯. ভারত সরকার অনুদানের আওতায় নেপালের শিরশা এবং ঝুলাঘাটে মহাকালী নদীর উপর ভারতের চম্পাওয়াত এবং পিথোরাগড় জেলার সাথে সংযোগকারী দুটি সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই সেতুগুলি ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্য এবং নেপালের সুদূরপশ্চিম প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ কে বাড়িয়ে তুলবে।

২০. কৃষি ক্ষেত্রে নতুন গতি আনার লক্ষ্যে উভয় পক্ষ ন্যানো সার এবং প্রাকৃতিক কৃষির মতো দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার নতুন পথ নিয়ে আলোচনা করেছে। কৃষি ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত ক্ষেত্রে ভারত-নেপাল সহযোগিতার অংশ হিসাবে, তাদের অনুরোধে নেপাল সরকারকে ১৫ টি মুররাহ মহিষ সরবরাহ করা হচ্ছে।

২১. ভারত সরকার অনুদান সহায়তার আওতায় নেপালে দক্ষিণ এশিয়া স্যাটেলাইটের সেবা প্রদানের জন্য একটি গ্রাউন্ড স্টেশন তৈরি এবং ৩০০ ব্যবহারকারী টার্মিনাল সরবরাহের প্রস্তাব দিয়েছে। এই উদ্যোগটি মহাকাশ খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতা এবং টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার, টেলি-মেডিসিন, টেলি-শিক্ষা, ই-গভর্নেন্স, ব্যাংকিং এবং এটিএম পরিষেবা, আবহাওয়া সংক্রান্ত ডেটা ট্রান্সমিশন, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং একাডেমিক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে মহাকাশ প্রযুক্তি অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে উত্সাহিত করবে।

২২. আন্তর্জাতিক বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্সের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হওয়ার জন্য নেপালকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী।

২৩. ২রা জুন প্রধানমন্ত্রী প্রচণ্ড মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর ও উজ্জয়িন সফর করেন। এই শহরগুলিতে তাঁর সফর দুই দেশের মধ্যে গভীর ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে।

২৪. নেপাল ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতির অন্যতম প্রধান অংশীদার। নেপালের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর দু'দেশের মধ্যে উচ্চ পর্যায়ের সফর এবং বিনিময়ের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছে, যা দু'দেশের মধ্যে প্রাচীন সম্পর্ককে শক্তিশালী করেছে। সফরকালে অনুষ্ঠিত ফলপ্রসূ আলোচনা উভয় দেশের মধ্যে বোঝাপড়া এবং দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডার বিস্তৃত পরিসরে দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করতে সহায়তা করেছে এবং গভীর অংশীদারিত্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি শক্তিশালী দিকনির্দেশনা দিয়েছে।

নতুন দিল্লি
02রা জুন, 2023